

Tracing the origins of Bangladesh’s economic woes

Dr Rashed Al Mahmud Titumir
is professor and chairman of the Department of Development Studies in Dhaka University, and chairperson of Unnayan Onneshan.

RASHED AL MAHMUD TITUMIR

The ongoing downward pressure on Bangladesh’s economy originated before the Covid pandemic, which only exposed the existing structural fractures and institutional fragilities. The Russia-Ukraine war, diminishing foreign exchange reserves and, most importantly, the continuous rise in living costs only added to the woes.

Bangladesh was already facing certain structural challenges before the pandemic broke out. Poverty reduction had already started to slow down. According to the Bangladesh Bureau of Statistics (BBS), the poverty rate declined by 1.8 percentage points per year between 2000 and 2005, by 1.7 percentage points between 2005 and 2010, and by 1.2 percentage points between 2010 and 2016. It rose to 29.5 percent from the pre-Covid levels of 20 percent in recent years.

The country has also been experiencing jobless growth. According to the last Labour Force Survey of 2016-17, the unemployment rate is 4.2 percent. The rate of youth unemployment, comprising the population aged between 14 and 24 years, is high at 12.3 percent. The rate of long-term unemployment (that is, jobless for more than a year) is 15.2 percent.

Inequality has also been increasing at an accelerating pace due to higher returns on capital vis a-vis labour. According to the Household Income and Expenditure Survey (HIES), which was conducted before the pandemic, the Gini coefficient, which is generally used as a measure of equality, stood at 0.482 in 2016, up from 0.458 in 2010 – a worrying trajectory. The top five percent has taken over 95 percent of the total income.

The pandemic has severely impacted the lives and livelihoods of marginalised segments of society, particularly low-income groups, women, children, the elderly, the unemployed, and the informal sector workers. In the absence of universal

social security, the inflationary pressures have further caused many to cut down on essential food intake, forcing a reduction in nutrition levels. Some have been compelled to reduce expenditures such as medical and children’s education.

Bangladesh’s economy is overwhelmingly dominated by informal sectors. The informalisation stems from deindustrialisation, which has set in prematurely in the country, with negative employment creation in manufacturing. The capacity to generate employment in the formal sector, particularly in manufacturing, has shrunk, and export has been concentrated to one sector, putting the economy at the risk of high vulnerability and shocks. The paralysed policy process has failed to induce and unleash the capacity of the private sector to expand and diversify the sector with more competitive products.

A lack of foresight has put pressure on our energy security as well. The sector is not foreseeing an immediate solution due to import dependency for the supply of basic energy, lack of gas extraction, timid progress in renewable energy use, and inadequate investment in transmission systems despite the high rent-accruing production setup.

There has been no significant breakthrough in agriculture in terms of innovation and technological advancement in the post-green revolution period. Productivity in agriculture has sunk and costs of production have soared. The fertiliser market is also volatile. Farmers need financing, despite having the best track record in loan repayment. The conventional land reform and small farmers’ policy is not tenable against the backdrop of diseconomies of small scale and the associated coercion and distress. Small and cottage industries are still neglected despite creating the most employment opportunities. The service sector is facing a critical shortage of skilled manpower.

The fiscal balance is in shambles. There is no sign of improvement in our tax-GDP ratio, one of the lowest in the world, which is pushing the country towards an increasing reliance on borrowing and further accumulation of debt. The government’s loan from the central bank has risen to a record

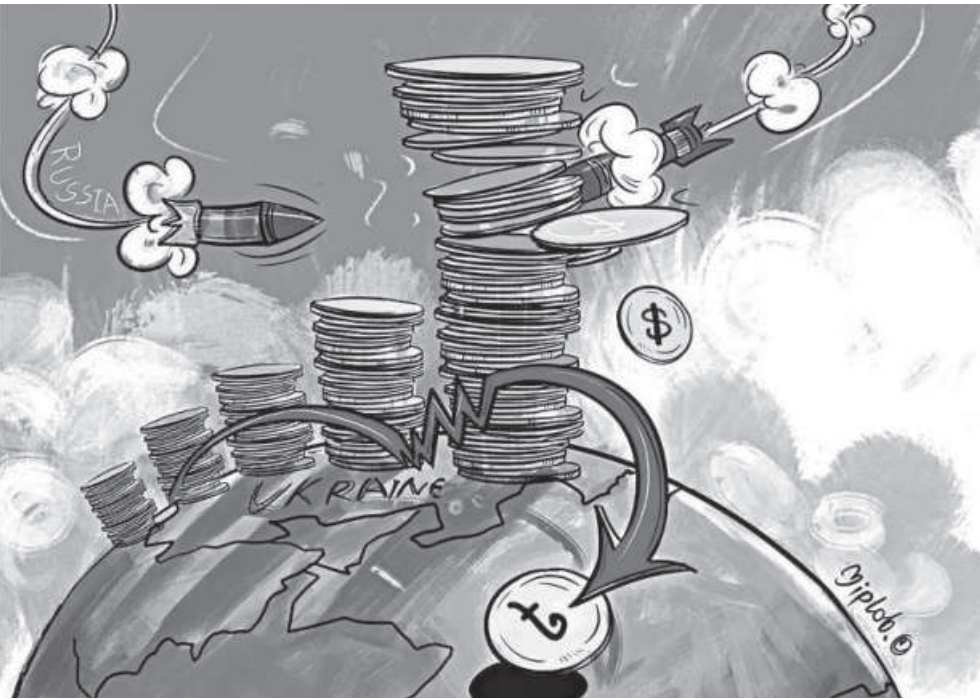


ILLUSTRATION: BIPOLOB CHAKROBORTY

of more than Tk 1 trillion. Printed money is entering the market as the government borrows from the central bank. Inflation is on the rise again due to further escalating consumer price levels. The public sector credit stands at Tk 3.34 trillion. Then there are questions about capital expenditure. Some projects have become burdensome with cost overruns. Foreign debt repayments have spiralled due to the appreciation of the US dollar.

The sluggish growth in the collection of value-added tax (VAT) indicates a slowdown in economic activities, and the paltry addition in the consumption tax is due to a rise in prices. The collection of import duties has started to decelerate, with the tightening of imports and lack of availability of foreign currency in the banks to underwrite letters of credit.

When the price of goods surges, so does tax evasion – particularly in trade – with higher intensity. There are reports of money laundering in the form of overinvoicing. The best way for the government to gain fiscal

leverage is to curb the rampant tax evasion in the country, focusing on an endogenous tax reform programme. It will build the fiscal space if the espoused goal of collection from income tax as the number one source of domestic resource mobilisation is attained.

The financial sector has been in disarray for quite a while. Most of the enterprises are not defaulters, but the lion’s share of non-performing loans (NPLs) is in a few hands. The recovery, in spite of many cushions, of large defaulted loans is yet to happen, with politically intrusive rentier governance in public and private banks. Thus, the NPLs in the country have increased three-fold in the last 10 years.

Depletion of forex reserves began in Bangladesh months before the Ukraine war broke out. Reserves are decreasing due to lower forex earnings, having dropped from \$45.99 billion in March last year to \$32.30 billion as of March 1 this year, despite belt-tightening measures to stall the fall. After excluding the investment, the net reserve can at best cover three months of import.

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অধীক্ষকের কার্যালয়

সিলেট শহীদ শামসুদ্দিন আহমদ হাসপাতাল, সিলেট

Email: sylhet@hospi.dqhs.gov.bd

স্মারক নং- সিশশাআহাসি/২০২৩/৭১

তারিখঃ ২৮/০৩/২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে জনবল সরবরাহের ২য় পুনঃ দরপত্র বিজ্ঞপ্তি

০১	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।			
০২	সম্প্রাহক/স্বত্বাধিকারীর নাম	সিলেট শহীদ শামসুদ্দিন আহমদ হাসপাতাল, সিলেট।			
০৩	অর্থায়নের উৎস	রাজস্ব খাত হইতে (বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে)।			
০৪	আহ্বানকৃত দরপত্রের স্মারক নং ও তারিখ	স্মারক নং- সিশশাআহাসি/আউটসোর্সিং/২০২৩/৭১/২০, তারিখঃ ২৮/০৩/২০২৩খ্রিঃ।			
০৫	সম্প্রাহক স্বত্বাধিকারীর জেলা	সিলেট।			
০৬	ক্রয় প্রক্রিয়া	উন্মুক্ত দরপত্র বিজ্ঞপ্তি (ওটিএম)।			
০৭	দরপত্রদাতার যোগ্যতা	২০২২-২০২৩ইং অর্থ বছরে আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে সেবা গ্রহণের নিমিত্তে জনবল সরবরাহ/নিয়োজিত করণের লক্ষ্যে আগ্রহী অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ও সরকার কর্তৃক স্বীকৃত/রেজিস্টার্ড জনবল সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান/ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে শর্ত সাপেক্ষে দরপত্র আহ্বান করা যাইতেছে।			
০৮	দরপত্র তফসিলের মূল্য (অফেরতযোগ্য)	প্রতিটি সিডিউলের মূল্য বাবদ ২,০০০/- (দুই হাজার) টাকা ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে কোড নং- (১) (২)(৭)(১)(১) (০)(০)(০)(০) (২)(৩)(৬)(৬)-এর বিপরীতে বাংলাদেশ ব্যাংক, সিলেট/সোনালী ব্যাংক, সিলেটে জমা প্রদান করিয়া চালানের মূলকপি হাসপাতালের কোষাধ্যক্ষের নিকট জমাপূর্বক সিডিউল সংগ্রহ করা যাইবে।			
০৯	দরপত্র জামানত/বায়নার টাকা	দরপত্রের সহিত অধীক্ষক, সিলেট শহীদ শামসুদ্দিন আহমদ হাসপাতাল বরাবরে যে কোন তফসিলী ব্যাংকের ১,৯৫,০০০.০০ (এক লক্ষ পঁচানব্বই হাজার) টাকার পে-অর্ডার/ডিডি দাখিল করিতে হইবে মাত্র।			
১০	দরপত্র তফসীল বিক্রয়, দর প্রস্তাব গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	অধীক্ষক, সিলেট শহীদ শামসুদ্দিন আহমদ হাসপাতালের কার্যালয় (দরপত্র পুস্তিকা অধীক্ষকের অফিস হইতে সংগ্রহ করিতে হইবে)।			
১১	দরপত্র তফসীল দাখিলের স্থান	অধীক্ষক, সিলেট শহীদ শামসুদ্দিন আহমদ হাসপাতালের কার্যালয়, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সিলেট এবং পুলিশ সুপারের কার্যালয়, সিলেট।			
১২	দরপত্র সিডিউল বিক্রয়ের তারিখ ও সময়	০২/০৪/২০২৩খ্রিঃ তারিখ থেকে ১৬/০৪/২০২৩খ্রিঃ তারিখ (২.০০ ঘটিকা পর্যন্ত)।			
১৩	দরপত্র খোলার দপ্তরের নাম ও ঠিকানা	অধীক্ষকের কার্যালয়, সিলেট শহীদ শামসুদ্দিন আহমদ হাসপাতাল, সিলেট।			
১৪	দরপত্র দাখিলের তারিখ ও সময়	১৭/০৪/২০২৩খ্রিঃ বেলা ১২.০০ ঘটিকা পর্যন্ত।			
১৫	দরপত্র বাস্তব খোলার তারিখ ও সময়	১৭/০৪/২০২৩খ্রিঃ বেলা ১২.৩০ ঘটিকায়। দরপত্রদাতাদের সম্মুখে (যদি কেহ উপস্থিত থাকেন)।			
১৬	বিশেষ নির্দেশনা	১। দরপত্রের যাবতীয় শর্তাবলী নিয়মাবলী দরপত্র সিডিউল/তফসীলে উল্লেখ রহিয়াছে। ২। ক্রটিপূর্ণ/অসম্পূর্ণ দরপত্র সরাসরি বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে। কর্তৃপক্ষ কোনরূপ কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে যে কোন দরপত্র গ্রহণ অথবা সকল দরপত্র বাতিল করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন। ৩। দরপত্রে দি পাবলিক প্রকিউরমেন্ট এ্যাক্ট-২০০৬, পিপিআর-২০০৮ অনুসরণ করা হইবে।			
১৭	দরপত্রের নাম/কাজের বিবরণ	২০২২-২০২৩ইং অর্থ বছরে সিলেট শহীদ শামসুদ্দিন আহমদ হাসপাতালে আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে আউটসোর্সিং নীতিমালা অনুযায়ী নিম্নোক্ত জনবল নিয়োজিত করা হইবে।			
		ক্রমিক নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা	সেবার ক্যাটাগরি
		০১	ইলেকট্রিশিয়ান	০১ (এক)	০১
		০২	পাম্প অপারেটর	০১ (এক)	০২
		০৩	গার্ডেনার	০১ (এক)	০৪
		০৪	ল্যাব এ্যাটেনডেন্ট	০১ (এক)	০৫
		০৫	ওটি এ্যাটেনডেন্ট	০১ (এক)	০৫
		০৬	ওয়ার্ড বয়	০৬ (ছয়)	০৫
		০৭	আয়া	০৪ (চার)	০৫
		০৮	সিকিউরিটি গার্ড	০৪ (চার)	০৫
		০৯	পরিচ্ছন্নতা কর্মী	০৮ (আট)	০৫

অধীক্ষক

সিলেট শহীদ শামসুদ্দিন আহমদ হাসপাতাল, সিলেট

জিডি-৫৮৬

সিলেট শহীদ শামসুদ্দিন আহমদ হাসপাতাল, সিলেট

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল
রাজস্ব ভবন (১০ম তলা)
এফ ১/এ, আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
www.tat.gov.bd


নথি নং-০৮.০২.০০০০.০০০.১১.০০২.১৮-৬১০

তারিখঃ ২৮/০৩/২০২৩খ্রিঃ
১৫/১২/১৪২৯ বাং

আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে জনবল সরবরাহের দরপত্র বিজ্ঞপ্তি

ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনালের জন্য আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে ১টি ফরাস জমাদার (ক্যাটাগরি-৪), ২টি সিকিউরিটি (ক্যাটাগরি-৫) এবং ৫টি ম্যাসেজার (ক্যাটাগরি-৫) সহ মোট ০৮ জন সেবা কর্মীর সেবা ক্রয়ের উদ্দেশ্যে স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে দরপত্র আহ্বান করা যাচ্ছে।

০১.	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।			
০২.	সেবা সমগ্রকারী কর্তৃপক্ষ	গ্রেসিডেন্ট, ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল, প্রধান দপ্তর; জাতীয় রাজস্ব ভবন (১০ম তলা), এফ ১/এ, আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।			
০৩.	সেবা গ্রহণকারী দপ্তর/সংস্থা	ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল।			
০৪.	দরপত্র আহ্বানের বিষয়	সেবাকর্মীর পদের নাম ও ক্যাটাগরি	সেবা কর্মীর সংখ্যা	কর্মস্থল দপ্তর/অফিসের নাম	শিক্ষাগত যোগ্যতা ও বয়সসীমা
		১। ফরাস জমাদার (ক্যাটাগরি-৪)	০১ (এক)	ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনালের অধীনস্থ তৈত বেঞ্চ-১, ঢাকার জন্য ০১ জন।	১। ন্যূনতম এসএসসি পাস। ২। বয়সসীমা ১৮-৬০ বছর।
		২। সিকিউরিটি (ক্যাটাগরি-৫)	০২ (দুই)	ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনালের অধীনস্থ তৈত বেঞ্চ-১, ঢাকার জন্য ০১ জন এবং তৈত বেঞ্চ-৫, ঢাকার জন্য ০১ জন।	১। ন্যূনতম এসএসসি পাস। ২। বয়সসীমা ১৮-৬০ বছর।
		৩। ম্যাসেজার (ক্যাটাগরি-৫)	০৫ (পাঁচ)	ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনালের অধীনস্থ তৈত বেঞ্চ-২ ও ৫, ঢাকা এবং তৈত-চট্টগ্রাম, খুলনা ও রংপুরের জন্য ০১ জন করে মোট ৫ জন।	১। ন্যূনতম এসএসসি পাস। ২। বয়সসীমা ১৮-৬০ বছর।
০৫.	বাজেট/অর্থের উৎস	রাজস্ব বাজেট।			
০৬.	ক্রয় প্রক্রিয়া	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি।			
০৭.	দরপত্র তফসিল মূল্য	প্রতিটি সিডিউলের মূল্য ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা মাত্র (অফেরতযোগ্য)।			
০৮.	দরপত্র জামানত	রেজিস্ট্রার, ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল, ঢাকা এর অনুমতে যে কোন তফসিলি ব্যাংক হতে পে-অর্ডার বা ব্যাংক ড্রাফট এর মাধ্যমে ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা (ফেরতযোগ্য) জামানত দাখিল করতে হবে।			
০৯.	দরপত্র তফসিল বিক্রয় ও গ্রহণকারী অফিসের নাম ও ঠিকানা	ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল, প্রধান দপ্তর, জাতীয় রাজস্ব ভবন (১০ম তলা), এফ ১/এ, আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।			
১০.	দরপত্র উন্মুক্তকরণের স্থান	ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল, প্রধান দপ্তরের সভাকক্ষ।			
১১.	দরপত্র তফসিল বিক্রয়ের সর্বশেষ তারিখ ও সময়	২৬/০৪/২০২৩খ্রিঃ বিকাল ৫:০০ ঘটিকা পর্যন্ত।			
১২.	দরপত্র দাখিলের সর্বশেষ তারিখ ও সময়	২৭/০৪/২০২৩খ্রিঃ দুপুর ১২:০০ ঘটিকা পর্যন্ত।			
১৩.	দরপত্র খোলার সর্বশেষ তারিখ ও সময়	২৭/০৪/২০২৩খ্রিঃ দুপুর ১২:৩০ ঘটিকায়।			
১৪.	দরপত্রের সাথে যে সমস্ত কাগজপত্রাদি দাখিল করতে হবে	সিডিউল ক্রয়ের রশিদ ও সিডিউলে উল্লিখিত অন্যান্য কাগজপত্রসহ দরপত্র সীলমোহরকৃত খামে প্রধান দপ্তরে রক্ষিত দরপত্র বাস্তব দাখিল করতে হবে। সরকারি প্রতিষ্ঠানসহ ট্রাইবুনালের ২য় পর্যায় কাজ করেছে এমন প্রতিষ্ঠানকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।			
১৫.	দরদাতা প্রতিষ্ঠানের যোগ্যতা ও জনবল সরবরাহের অভিজ্ঞতা এবং দরদাতার প্রতি নির্দেশনাবলী	দরপত্র সিডিউলের বর্ণনা মোতাবেক।			
১৬.	বিশেষ নির্দেশাবলী	(ক) দরপত্রের সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন-২০০৬ এবং তফসিল প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর বিধিবিধান অনুসরণ করা হবে এবং জনবল নিয়োগের ক্ষেত্রে আউটসোর্সিং নীতিমালা-২০১৮ নীতিমালা প্রযোজ্য হবে। (খ) অর্থ বিভাগের পরিপত্র নং-০৭.১৫৩.০২৯.০৭.০০.০১.২০১৯-২৫৯, তাং-১০/০৬/২০১৯ অনুযায়ী জনপ্রতি সেবার মূল্য নির্ধারণ হবে। (গ) কর্তৃপক্ষ কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে যে কোন বা সকল দরপত্র বাতিল করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন।			



মোঃ এনামুল হক
রেজিস্ট্রার (চঃ দাঃ)
ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল
ঢাকা
ফোনঃ ২২২২১৭৯৭৩
ই-মেইলঃ registrar@tat.gov.bd

জিডি-৫৮৪